শিক্ষা উপদেষ্টা বললেন

সাত কলেজ নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপ

শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে

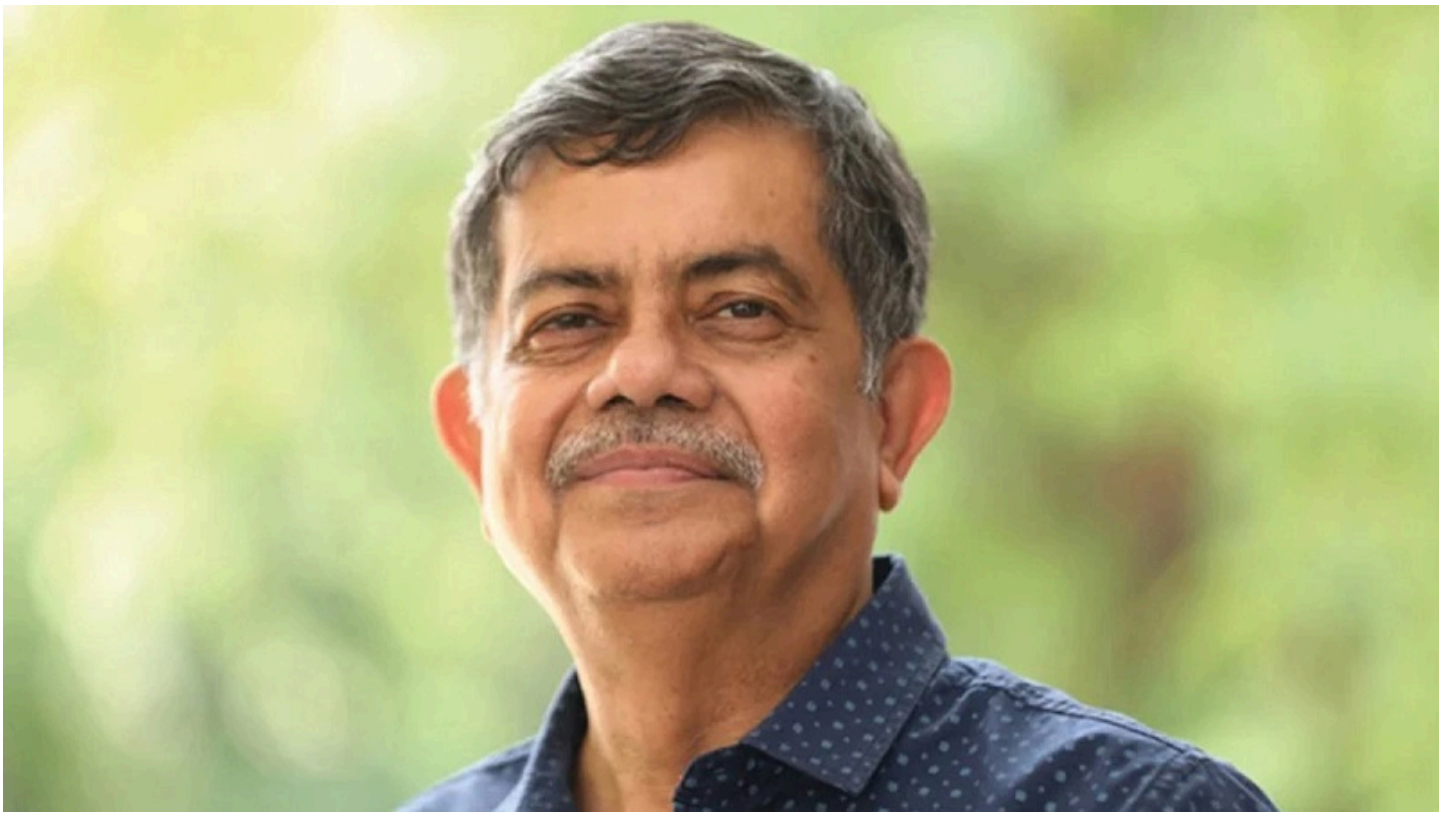

শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ১৬ অক্টোবর ২০২৫ | ২৩:০৪

- অ +

শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার বলেছেন, সাত কলেজ নিয়ে একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হবে। তবে এ নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন গ্রুপ গুজব ছড়াচ্ছে, যেটি মোটেই ঠিক নয়। এটি একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। আমরা অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি চূড়ান্ত করব।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় শিক্ষা সচিব রেহানা পারভীনসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই সাত কলেজ নিয়ে উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে। যেখানে মানসম্মত শিক্ষা, সময়মতো পরীক্ষা নেওয়া ও ফল প্রকাশ করা হবে।

শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে তিনি বলেন, শিক্ষকদের দাবির প্রতি সরকার শ্রদ্ধাশীল ও সংবেদনশীল। সরকার সামর্থ্য অনুযায়ী শতাংশভিত্তিক বাড়ি ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আগামী বছর আরও সম্মানজনক একটি কাঠামোর দিকে এগোনোর সুযোগ তৈরি হবে।

এইচএসসির ফল প্রসঙ্গে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, যে ফল শিক্ষার্থীর শেখাকে সত্যিকারের মূল্যায়ন করে, সেটি হোক আমাদের সাফল্যের মানদণ্ড। এসএসসির ফল প্রকাশের পর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে যে উদ্বেগ উঠেছিল, আমি তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছি। আমরা সব শিক্ষা বোর্ডকে নির্দেশ দিয়েছি যেন ভবিষ্যৎ পরীক্ষায়, বিশেষ করে এইচএসসি মূল্যায়নে সীমান্তরেখায় থাকা শিক্ষার্থীদের প্রতি সর্বোচ্চ ন্যায্যতা বজায় রাখা হয়। কিন্তু একই সঙ্গে যেন ফলাফলের বাস্তবতা বিকৃত না হয়।

তিনি বলেন, আমরা তিন নীতিতে এগোতে চাই। প্রথমত, বাস্তবতা থেকে মুখ না ফেরিয়ে বাস্তবতাকে বুঝে এগোনো। দ্বিতীয়ত, দোষারোপ নয়, সমাধান খোঁজা। তৃতীয়ত, সংখ্যা নয়, শেখার মানকে সাফল্যের মাপকাঠি করা। এবারের ফল আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। হয়তো এটি কষ্টের, কিন্তু সত্যের পথে ফেরার সূচনা।

শিক্ষা সচিব রেহানা পারভীন এ সময় বলেন, আমরা শিক্ষকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে প্রতিমুহূর্তে কাজ করছি। যদিও অর্থ উপদেষ্টা ও সচিব বর্তমানে দেশের বাইরে আছেন। আলোচনায় বসলে সমাধান

আসবে। শতাংশভিত্তিক ব্যবস্থা ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ। কিছুদিনের মধ্যে জাতীয় বেতন স্কেল হবে। তখন এটির একটি ইতিবাচক প্রভাব থাকবে। আমরা চেষ্টা করছি, এই প্রচেষ্টায় সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।